

(পাতা নং-২)

সভায় প্রকাশ পায় যে, কেসিসি যে সব বিষয়ে সেবা দেয় তা জনগণকে অবগত করানো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম প্রচার ব্যবস্থা হিসেবে সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। সেবাদাতা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে। জনগণের কাজে সহযোগিতা করা, কাজের দপ্তর দেখিয়ে দেয়া এবং কাজটি যেন সহজ লভ্য হয় সেই ব্যবস্থা করাও প্রতিশ্রুত সেবা দান করা হয়। রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে ক্লিনসিটি প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন, যত্রতত্র মলমূত্রের জন্য জরিমানা ধার্য, কসাইদের ডিজিটাল পরিমাপের এবং মাংশের মূল্য নির্ধারণ করলে মানুষ উপকৃত হবে। ক্লিনিক, হাসপাতাল ও বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা থাকে হবে। বিভিন্ন সনদপত্র কোথায় এবং কতদিনে পাওয়া যাবে তা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য বিষয়ে ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ব্যবস্থা থাকতে হবে, বিজ্ঞাপনী কর নির্ধারণসহ সকল কাজে সেবামূল্য নির্ধারণ করে সিটিজেন চার্টার তৈরি করতে হবে।

প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনার মানুষের সুন্দর শহর উপহার দেয়ার জন্য কাজ করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। অফিসিয়াল কাজের জবাবদিহিতা না থাকলে ভাল হয় না। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের উপর তিনি খুশি নন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন ভুল ত্রুটি থাকলে সংশোধন হয়ে নীতিবান হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে খুলনা শহর ভাল পরিষ্কার ছিল কিন্তু এখন ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ আসে। বিল্ডিং করলে কোন অবস্থাতেই সেক্টিক ট্যাংক থেকে ড্রেনের সাথে কালেকশন করা যাবে না। রান্না ঘর থেকে কাজের লোক জানালা দিয়ে ময়লা ড্রেনে ফেলায়। কোন সমাজে এটা চলতে পারে না। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তাহলে শহর পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সুন্দর হবে। তিনি কাউন্সিলর থাকাকালীন সময়ে তার ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। তদুপ সকলকে বুঝিয়ে সচেতন করতে হবে। ময়লা আবর্জনা দিয়ে সার, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স যাতে সহজে দিতে পারে তার জন্য ছাড় দিয়ে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়। সমস্যা থাকলে রিভিউ করতে পারবে। বৃষ্টির সময় ড্রেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ করতে দেয়া হবে না। কারণ কাজের মান ভাল হয়না। কেসিসি'র ড্রেনের সাইড ওয়ালের উপর বাউন্ডারী ওয়াল করা যাবে না। জনগণের টাকায় নির্মিত রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির উপর দখল করে কোন কিছু করা যাবে না। দুর্নীতি বিভিন্নভাবে হয়। খুলনার উন্নয়ন সংস্থা নির্মিত আবাসিক এলাকাগুলোতে সেকেন্ডারী পয়েন্ট, খেলাখুলা ইত্যাদি ব্যবস্থা না রেখে শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিক আবাসিক এলাকা নির্মাণ করেছে। দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের চেষ্টা করছে। প্রধান ফটকের পাশে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিটিজেন চার্টার বা সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জনগণকে অবহিত করণের জন্য টাঙানো হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও টাঙানো হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই কেসিসি'র সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত থেকে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

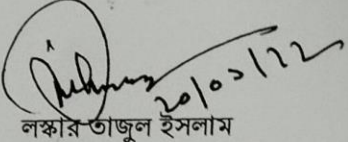
অপর পাতায়

মোঃ আজমুল হক
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

(পাতা নং-৩)

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ১। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গুণীজনদেরকে কর্মশালায় উপস্থিত করার এবং বক্তব্য দেয়ার সময় নগরবাসীর উপকারার্থে সেবাদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২। নগর ভবন, ওয়ার্ড সচিব ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থাপিত সিটিজেন চার্টারের ন্যায় খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিটিজেন চার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ৩। সিটিজেন চার্টারে কেসিসি'র সব ধরনের সেবা মূল্য এবং সেবা পাবার স্থান নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

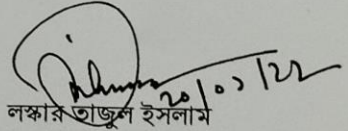


লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং- ~~কেসিসি/স্বাস্থ্য/সংক্রমণ/সিটিজেন/২২-২৯৬/১৭~~ তারিখ- ২০/১/২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। বিভাগীয় প্রধানগণ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। শাখা প্রধানগণ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৫। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৬। সংশ্লিষ্ট নথি।



লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ আজমুল হক
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।